রেজিস্টার্ড নং ডি এ-১

বাংলাদেশ গেজেট

অতিরিক্ত সংখ্যা
কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রকাশিত

বৃহস্পতিবার, নভেম্বর ২৯, ২০১৮

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়
অধিশাখা- ৬

প্রজ্ঞাপন

তারিখ : ১৫ অগ্রহায়ণ , ১৪২৫ বঙ্গাব্দ/২৯ নভেম্বর, ২০১৮ খ্রিস্টাব্দ

এস, আর, ও নম্বর ৩৪৮-আইন/২০১৮।—বাংলাদেশ শ্রম আইন, ২০০৬ (২০০৬ সনের ৪২ নং আইন) এর ধারা ১৪০ এর উপ-ধারা (১), ধারা ১৩৯ এর সহিত পঠিতব্য, এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে সরকার ১১ অগ্রহায়ণ, ১৪২৫ বঙ্গাব্দ মোতাবেক ২৫ নভেম্বর, ২০১৮ খ্রিস্টাব্দ তারিখের প্রজ্ঞাপন এস, আর, ও নং ৩৪৫-আইন/২০১৮ এর নিম্নরূপ সংশোধন করিল, যথা :—

উপরি-উক্ত প্রজ্ঞাপনের—

(ক) তফসিল ‘‘ক’’ এর ‘শিক্ষানবিশ শ্রমিকের ক্ষেত্রে’ শিরোনামাধীন দফা (খ) এর পরিবর্তে নিম্নরূপ দফা (খ) প্রতিস্থাপিত হইবে, যথা :—

“(খ) শিক্ষানবিশিকালে শিক্ষানবিশ শ্রমিক মূল মজুরী ২,৭৫০ (দুই হাজার সাতশত পঞ্চাশ), বাড়ী ভাড়া ভাতা মূল মজুরীর ৫০% (শতকরা পঞ্চাশ ভাগ) হারে ১,৩৭৫ (এক হাজার তিনশত পঁচাত্তর), চিকিৎসা ভাতা ৬০০ (ছয়শত), যাতায়াত ভাতা ৩৫০ (তিনশত পঞ্চাশ) এবং খাদ্য ভাতা ৯০০ (নয়শত) টাকা বাবদ মাসিক সর্বসাকুল্যে ৫,৯৭৫ (পাঁচ হাজার নয়শত পঁচাত্তর) টাকা মজুরী প্রাপ্ত হইবেন; এবং”;

মূল্য : টাকা ৪·০০

(খ) তফসিল ''খ'' এর 'শিক্ষানবিশ শ্রমিকের ক্ষেত্রে' শিরোনামাধীন দফা (খ) এর পরিবর্তে নিম্নরূপ দফা (খ) প্রতিস্থাপিত হইবে, যথা :—

"(খ) শিক্ষানবিশিকালে শিক্ষানবিশ শ্রমিক মূল মজুরী ২,৮৭৬ (দুই হাজার আটশত ছিয়াত্তর), বাড়ী ভাড়া ভাতা মূল মজুরীর ৫০% (শতকরা পঞ্চাশ ভাগ) হারে ১,৪৩৮ (এক হাজার চারশত আটত্রিশ), চিকিৎসা ভাতা ৬০০ (ছয়শত), যাতায়াত ভাতা ৩৫০ (তিনশত পঞ্চাশ) এবং খাদ্য ভাতা ৯০০ (নয়শত) টাকা বাবদ মাসিক সর্বসাকুল্যে ৬,১৬৪ (ছয় হাজার একশত চৌষট্টি) টাকা মজুরী প্রাপ্ত হইবেন; এবং"; এবং

(গ) 'শর্তাবলী' শিরোনামাধীন দফার—

(অ) ক্রমিক নং (২) এর পরিবর্তে নিম্নরূপ ক্রমিক নং (২) প্রতিস্থাপিত হইবে, যথা :—

"(২) তফসিলে উল্লিখিত পদের অতিরিক্ত কোনো পদসংশ্লিষ্ট শিল্পে পূর্ব হইতে বিদ্যমান থাকিলে অথবা পরবর্তীতে সংযোজিত হইলে উহা যথাযথ শ্রেণি বা গ্রেডে অন্তর্ভুক্ত করিতে হইবে; ";

(আ) ক্রমিক নং (৪) বিলুপ্ত হইবে;

(ই) ক্রমিক নং (১১) এর পরিবর্তে নিম্নরূপ ক্রমিক নং (১১) প্রতিস্থাপিত হইবে, যথা :—

"(১১) সোয়েটারসহ অন্যান্য গার্মেন্টস শিল্প সেক্টরের মালিক যদি কোনো শ্রমিককে ফুরন ভিত্তিক (Piece rate) মজুরী প্রদান করিয়া থাকেন, তাহা হইলে তফসিলে উল্লিখিত হারে ও উপরি-উক্ত শর্তাধীনে মজুরীর হার এইরূপ হারে সংশোধন করিতে হইবে যাহাতে তিনি বিভিন্ন শ্রেণিভুক্ত শ্রমিকের জন্য নিম্নতম মজুরী অপেক্ষা কম মজুরী প্রাপ্ত না হন;";

(ঈ) ক্রমিক নং (১২) এর পরিবর্তে নিম্নরূপ ক্রমিক নং (১২) প্রতিস্থাপিত হইবে, যথা :—

"(১২) তফসিলে উল্লিখিত নিম্নতম মজুরী ও বিভিন্ন ভাতাদি ছাড়াও যদি উক্ত শিল্প সেক্টরে নিযুক্ত কোনো শ্রমিক বাংলাদেশ শ্রম আইন, ২০০৬ এবং বাংলাদেশ শ্রম বিধিমালা, ২০১৫ অনুযায়ী কোনো অধিকার, সুযোগ সুবিধা ও ভাতাদি পাইয়া থাকেন, তাহা হইলে তাহার উক্ত অধিকার, সুযোগ সুবিধা ও ভাতাদি ধারাবাহিকভাবে বলবৎ ও অব্যাহত থাকিবে;"; এবং

(উ) ক্রমিক নং (১৩) এর পরিবর্তে নিম্নরূপ ক্রমিক নং (১৩) প্রতিস্থাপিত হইবে, যথা :—

"(১৩) এই প্রজ্ঞাপন দ্বারা নির্ধারিত নিম্নতম মজুরী সমন্বয় করিয়া ০১ (এক) বৎসর কর্মরত থাকিবার পর কোনো শ্রমিকের মূল মজুরী ৫% (শতকরা পাঁচ ভাগ) হারে বাৎসরিক ভিত্তিতে বৃদ্ধি পাইবে এবং পরবর্তী বৎসরে ক্রমবর্ধমান হারে পুনরায় মূল মজুরীর ৫% (শতকরা পাঁচ ভাগ) হারে বৃদ্ধি পাইবে এবং সোয়েটারসহ অন্যান্য গার্মেন্টস শিল্প সেক্টরে ফুরন ভিত্তিক (Piece rate) মজুরীতে কর্মরত শ্রমিকগণও বাৎসরিক ভিত্তিতে মূল মজুরীর ৫% (শতকরা পাঁচ ভাগ) হারে মজুরী বৃদ্ধির সুবিধা পাইবেন।

ব্যাখ্যা : একজন শ্রমিকের মূল মজুরী ৪,১০০ (চার হাজার একশত) টাকা হইলে ০১ (এক) বৎসর কর্মরত থাকিবার পর উক্ত শ্রমিকের বাৎসরিক মজুরী বৃদ্ধি পাইয়া তাহার মূল মজুরী ৪,৩০৫ (চার হাজার তিনশত পাঁচ) টাকা হিসাবে নির্ধারিত হইবে এবং পরবর্তী বৎসরে ক্রমবর্ধমান হারে তাহার মূল মজুরী ৪,৩০৫ (চার হাজার তিনশত পাঁচ) টাকার ৫% (শতকরা পাঁচ ভাগ) বৃদ্ধি পাইয়া ৪৫২০·২৫ (চার হাজার পাঁচশত বিশ টাকা পঁচিশ পয়সা) টাকা হিসাবে নির্ধারিত হইবে।"।

২। ইহা ১৭ অগ্রহায়ণ, ১৪২৫ বঙ্গাব্দ মোতাবেক ০১ ডিসেম্বর, ২০১৮ খ্রিস্টাব্দ তারিখে কার্যকর হইবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে
হামিদা চৌধুরী
যুগ্ম সচিব।

মোঃ লাল হোসেন, উপপরিচালক, বাংলাদেশ সরকারী মুদ্রণালয়, তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক মুদ্রিত।
মোঃ আব্দুল মালেক, উপপরিচালক, বাংলাদেশ ফরম ও প্রকাশনা অফিস, তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক প্রকাশিত। website: www.bgpress.gov.bd